তারিখ ... 23 JUL 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

আর কত শিক্ষক লাঞ্ছিত হবেন?

রক্তিম মিলন

দেশে আইন করা হয়েছে শিক্ষকগণ যেন শিক্ষার্থীদের পেটাতে না পারেন। কিন্তু যখন শিক্ষকদের পেটানো হচ্ছে তখন প্রচলিত আইন কি তাদের সুরক্ষা দিতে পারছে? এই প্রশ্নের উত্তর বেশ জটিল। লাঞ্ছিত কোনো শিক্ষক আইনি সহায়তা পেলেও তার মনের ভিতর দগদগ করে জ্বলতে থাকা অপমান কি কখনো মুছে যায়? এই উত্তরটি অনেক সহজ। অপমানিত হবার বা লাঞ্ছিত হবার স্মৃতি কখনো মুছে যায় না। অপমানের জ্বালা বুকে নিয়ে শিক্ষকতা পেশায় তিনি আগের মত সাবলীল থাকেন না। তার সাবলীলতা যদি হারিয়ে যায়, শিক্ষা প্রদানে তিনি শতভাগ মনোযোগ দিতে পারবেন না। কিন্তু সময় যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই যেন সংকট জেঁকে বসছে। বাড়ছে জোঁকো মানুষের সংখ্যা। কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার ভাষায়- অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ/ যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা। গত ১৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার রতিরাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হরিশ চন্দ্র সরকারের উপর হামলা চালানো হয়।

আমাদের এই সভ্য সমাজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, শিক্ষকদের প্রতি ন্যূনতম সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে না। আমরা সভ্য হয়েছি শিক্ষকের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। যে সকল মহান ব্যক্তির অবদানে মানব সমাজ এগিয়ে গেছে তাঁদের প্রায় সকলেই শিক্ষক ছিলেন। দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টোটল, কনফুসিয়াস প্রমুখ ছিলেন শিক্ষক। একজন শিক্ষক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানের যে কাজটি করছেন তাদের সেই কাজ দার্শনিকগণের সভ্যতার উষালগ্নে করা কাজের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। এই কাজ মহৎ এবং কঠিন। একটি অবোধ মানব শিশুকে অক্ষর জ্ঞান দিয়ে বিশ্বপাঠশালায় তুলে দেবার প্রথম কাজটি তারাই করেন। অথচ তারা আজ উপেক্ষিত এবং লাঞ্ছিত। রতিরাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের উপর হামলার পর অন্য স্কুলের শিক্ষকগণ সেই ঘটনার বিবরণ দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ

মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন। তাদের একজন নাজিম খান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আতাউর রহমান। তার সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, 'শিক্ষকতায় আর কোনো মর্যাদা নাই। আমাদের শান্তিপূর্ণ মানববন্ধনে শিক্ষকগণ চূড়ান্তভাবে অপমানিত হয়েছেন। তোমরা কেউ শিক্ষক হয়ো না।' প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমানের আক্ষেপ ভরা কণ্ঠস্বর এখনো আমার কানে বেজে চলেছে। অসভ্য বর্বর লোকগুলো আমাদের শিক্ষাগুরুর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করছে। লজ্জিত হচ্ছে বিদ্বৎসমাজ।

রংপুর মেডিক্যাল হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় তাকে দেখতে গিয়ে কোনো কথা বলার সাহস পাইনি। তার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকানো দেখেছি। চোখেমুখে ছিল ভয়ের ছাপ আর সুবিচার পাবার আকুতি। তার প্রশ্ন, 'ওরা কেন আমাকে মেরে ফেলতে চায়'। 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতায় দেখা যায়, বাদশাহ আলমগীর শিক্ষককে তার প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করেছেন। মোগল আমলের শাসন শেষ। কিন্তু স্বাধীন দেশে প্রগতিশীল সরকার ক্ষমতাসীন।

দেশের উন্নয়ন অব্যাহত। বর্তমান সরকার সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল শিক্ষকের মানহানির বিচার দ্রুত নিষ্পত্তি করুক। মোগল আমলে প্রদেয় শিক্ষাগুরুর মর্যাদা বর্তমান সরকারের শাসনকালেও সমুন্নত থাকুক। এই দেশে গর্হিত অপরাধী শাস্তি পাবে- এটাই প্রত্যাশিত। দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক লাঞ্ছিত হবার ঘটনা থামছে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আকুল অনুরোধ, শিক্ষক লাঞ্ছনা রোধে বিশেষ আইন করুন। যে আইন হলে শিক্ষকগণ বলতে পারবেন, 'আজ হতে চির উন্নত হল শিক্ষাগুরুর শির'। শিক্ষকদের উপর আঘাত পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আঘাত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলমান দুরবস্থার অবসান হোক। শিক্ষকগণ তাদের স্বীয় মর্যাদায় আসীন হোন।

● লেখক : শিক্ষার্থী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর